গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ

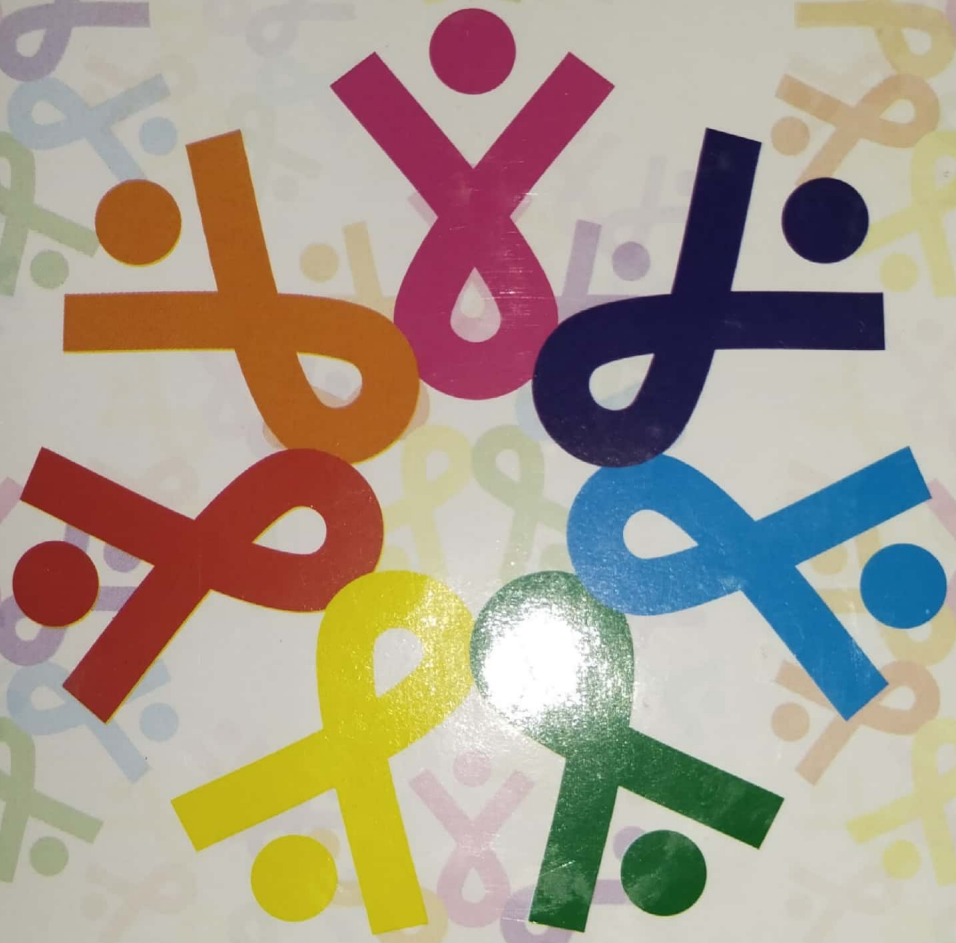

- মোঃ আবুল হোসেন
- হরিদাস ঠাকুর
- মোহাম্মদ দুলাল মিঞা
- মোহাম্মদ সফিকুল ইসলাম
- জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা

Scanned with CamScanner

নির্বাহী সার-সংক্ষেপ

বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর সমবায়ের সনাতন সংজ্ঞায় পরিবর্তন এনে সমবায় সমিতি সমূহকে নতুন আঙ্গীকে দেখতে চায় ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় । সমবায় অধিদপ্তর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, সমবায় সমিতি সমূহ শুধুমাত্র তাত্ত্বিক আদর্শ ভিত্তিক সনাতনী সংগঠন না হয়ে সৃজনশীল ও উৎপাদনমুখী উদ্যোগ আত্মস্থ করে নিজেরাই নিজেদের এলাকায় সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের একটি মজবুত সংগঠনে পরিণত হবে । সমবায় অধিদপ্তর বাংলাদেশের সমবায় সমিতির সমূহকে বর্তমানে স্থানীয় ও জাতীয় ভাবে সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সংগঠন হিসাবে দেখতে ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায় । এই সর্বজনীন ও সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের মজবুত সমবায় সংগঠনকেই সফল সমবায় সমিতির অবয়বে উপস্থাপন করা যায় ।

'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণাটি সমবায় অধিদপ্তরের একটি প্রায়োগিক গবেষণা যার মাধ্যমে একটি সমবায় প্রতিষ্ঠানের সফলতার নিয়ামক/প্রভাবকসমূহ খুঁজে বের করার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে । গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যকে বিভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করে সমবায় সমিতির সফলতার বহুমাত্রিক উপাদান ও এর প্রায়োগিক ব্যাপ্তি সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি এ গবেষণা থেকে । বাস্তব সত্য যে, পূর্বে জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন ও সামাজিক অগ্রগতিতে সমবায় যেভাবে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে, বর্তমানে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা ও মুক্তবাজার অর্থনীতিতে সেরূপ কাংখিত লক্ষ্য অর্জনে সফল হচ্ছে না । এ প্রেক্ষিতে ও বাস্তবতায় সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের আলোকে লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন সমবায় কার্যক্রম ও সমবায় প্রশিক্ষণের প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ এবং এই প্রাতিষ্ঠানীকিকরণই পারে সফল সমবায় সংগঠন গড়তে ।

সমবায় একটি আদর্শ । সমবায় একটি চেতনার নাম । বলা হয়ে থাকে 'সমবায় হচ্ছে আমাদের দুঃখ কমিয়ে সুখ বাড়ানোর একটি উপায় ।' প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি যে, আমাদের দুঃখগুলো ভাগাভাগি করলে দুঃখ কমে যায় এবং সুখগুলো ভাগাভাগি করলে সুখ বেড়ে যায় । এই চেতনার প্রকাশ আমরা আমাদের ব্যক্তিজীবন-পারিবারিক জীবন-সামাজিক জীবন ও ধর্মীয় জীবনের বিভিন্ন ঘটনা-অনুশাসন ও প্রত্যয়ের মাঝে পাই ।

'দশজনের দশকিল-একজনের মুশকিল'-গ্রাম্য প্রবাদটি ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি । আমরা আরও জেনেছি **'দশে মিলে করি কাজ-হারি জিতি নাহি লাজ ।'** অভিজ্ঞতার আলোকে সমবেত হবার শক্তি ও সম্মিলিত কাজের সহজসাধ্যতা আমরা

Scanned with CamScanner

উপলব্ধি করেছি। সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝতে পারি একান্নবর্তী কোন পরিবারে একটিমাত্র চুলোয় রান্না হয়। ঐ পরিবারে পাঁচটি ছেলে থাকলে তারা যদি পৃথক হয়ে যায় তবে পাঁচটি চুলোর সৃষ্টি হয়। রান্না বান্নার আয়োজনে পাঁচটি উদ্যোগ লাগে পাঁচটি ঘরে। জ্বালানী, চাল, ডাল, মাছ, তরকারী থেকে শুরু করে রান্নার যাবতীয় সবকিছুতে পাঁচটি ভাগ। পরিশ্রম, সময়, খরচ সবই বেড়ে যায়। অথচ যখন একটি মাত্র চুলোয় রান্না হতো-তখন সবকিছুই কম খরচে-কম আয়াসে-কম ঝামেলায় সম্মিলিতভাবে করা যেত। এটাই সমবায়ের মূল চেতনা ও দ্যোতনা।

সমবায়কে সাধারণভাবে বুঝতে আমরা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন তুলে ধরতে পারি এভাবে-

একটি লতা ছিড়তে পারো তোমরা সকলেই,
কিন্তু যদি দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই,
তখন তারে ছিঁড়ে ফেলা নয়তো সহজ কাজ,
ছিড়তে গেলে পাগলা হাতি হয়তো পাবে লাজ।

এই-যে 'দশটা লতা পাকিয়ে এনে দেই'-এই পাকানোটাই হলো সমবায়। এই সমবেত শক্তির বিচ্ছুরণ ছাড়া সমবায় আন্দোলন কখনোই সফলতার মুখ দেখে না।

সমবায় সন্দর্শনের ইতিহাস খুঁড়ে এর সর্বোচ্চ ২০০ বছরের আধুনিক অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু মানব প্রজাতির জৈবনিক বিকাশ ও ক্রমোন্নতিমূলক সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণের মৌলিক চেতনায়ও সমবায়কে চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অনেক সমাজ বিজ্ঞানী সহমত পোষণ করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে দেখা যায় যে, প্রাচীন শব্দমাত্রই ক্রিয়াদ্যোতক। আর এই ক্রিয়াদ্যোতক শব্দ প্রায়ই ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্ট। নামবাচক শব্দ ধাতু বা ক্রিয়াবাচক শব্দের সৃষ্টি হয়েছে অনেক পরে। ভাষা শাস্ত্রীদের মতে, ভাষার প্রথম উত্তম পুরুষের বহুবচনান্ত পদের ('আমরা') সৃষ্টি হয়েছে এবং এর পরে একবচনান্ত পদ অর্থাৎ 'আমি' শব্দের উদ্ভব হয়েছে। এই 'আমরা' শব্দের প্রত্যয় ও দ্যোতনাই 'সমবায়' নামক সমষ্টিগত কর্মপ্রয়াসের নির্যাস বলে অভিহিত।

ভারতীয় উপমহাদেশে একসময় ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম ব্যবস্থা (Self Sufficient Village System) যেখানে এক একটি গ্রাম ছিল উৎপাদন ও বিতরণের ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গ্রামের বাইরে থেকে খুব কম জিনিসই আসতো। গ্রামের লোকজন মিলিতভাবে তাদের উৎপাদন-বণ্টনসহ সব সমস্যার সমাধান করতো। এটা মিলিত প্রচেষ্টার একটি ঐতিহাসিক সাক্ষ্য হিসেবে প্রমাণিত। প্রাচীন ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমবায় প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থা করার কথা জানা যায়। বৌদ্ধ গ্রন্থে চারটি সমবায় সঙ্ঘের উল্লেখ আছে; কাঠশিল্পী, ধাতুশিল্পী, চর্মশিল্পী এবং চিত্রকর সমবায় সঙ্ঘ।

Scanned with CamScanner

মৌর্যদের অধীনে একটি সুসংবদ্ধ রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠার পর উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে গড়ে শিল্পী সমবায় সঙ্ঘ। মৌর্য আমলে সমবায় সঙ্ঘের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। গুপ্তযুগে সমবায় কর্মকান্ড আরো শক্তিশালী হয়। এই সব সমবায় সঙ্ঘ অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণের পাশাপাশি কিছু বিচার নিষ্পত্তি এবং প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করতো। গ্রামের উন্নতির জন্য সমবায় ভিত্তিক ব্যবস্থা ছিল। গ্রামে পুকুর, খাল ইত্যাদি সমবায়ের মাধ্যমে খনন করা হতো।

সমবায় সমিতির উদ্যোক্তারা সমবায় সংগঠন গড়ার উদ্যোগ নেন একটি স্বপ্ন ও বিশ্বাস থেকে যে, 'সমবায়' একটি শক্তি এবং একটি 'সংঘবদ্ধ পরীক্ষিত শক্তি' যাকে সঠিক দ্যোতনায় এর সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহার করা যায় যদি সদস্যদের 'ভেতরকার অন্তর্নিহিত সম্পদ'কে ইতিবাচকভাবে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে,' সমবায় মানে যদি হয় সদস্যদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত প্লাটফরম বা হাতিয়ার, তবে সমবায় সমিতির সংজ্ঞা-কর্মধারা-কর্মপ্রক্রিয়া-কর্মপ্রণোদনা-কর্মউৎসারণ সবকিছুকে একটি সুদৃঢ় বন্ধনের মাঝে নিতে হবে।' এটা সমবায় বিশেষজ্ঞগণেরও একটি সাধারণ মতৈক্য। এই কমন বা সাধারণ মতামত বলে যে, সমবায় সমিতির সফলতা অর্জন তথা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ বা টেকসই হওয়ার পেছনে নিয়ামকের কাজ করে আদর্শ ও মূল্যবোধক নামক জারকরস সঙ্গে দরকার যুগোপযোগী কর্মপ্রবাহ।

সমবায় সমিতির সফল হওয়া বা সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিরণ বা টেকসইত্বের জন্য ছয়টি উপাপাদ্য ধরে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন মর্মে বাংলাদেশের সমবায়ী, সমবায় বিভাগীয় কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা মনে করেন।এসব উপপাদ্যগুলি হলো-

(১) সমবায় সমতির প্রকৃত মূলধন অর্থ বা টাকা পয়সা নয়; সমবায় সমিতির প্রকৃত মূলধন হচ্ছে সমিতির প্রতি সদস্য ও জনগণের আস্থা এবং গ্রহণযোগ্যতা।

(২) সমিতির প্রতি সদস্য ও জনগণের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকলে আর্থিক মূলধনের কোন অভাব হয় না।

(৩) সমবায় সমিতির প্রতি জনগণ ও সদস্যদের আস্থা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায় যদি উজ্জীবিত নেতৃত্ব হয় গতিশীল-আদর্শপরায়ণ ও নৈতিককতাবোধে কর্মমূখি।

(৪) সমবায় সমিতির সদস্যদের মাঝে সমিতির প্রতি একাত্মকরণের জন্য প্রয়োজন আদর্শ ও মূল্যবোধসম্পন্ন নৈতিকতার ধারাবাহিক চর্চা।

(৫) আর্থিক মূলধনের সুরক্ষার জন্য প্রয়োজন নৈতিক ও আদর্শিক মূলধন এবং সদস্যদের উন্নয়নের ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞ।

উপরিউক্ত পাঁচটি উপাপাদ্যের সফল বাস্তবায়ন সফল সমিতি সংগঠনের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন দেখতেন দেশের প্রতিটি গ্রামে সমবায় সমিতি গঠন করা হবে। তিনি গণমূখী সমবায় আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। সমবায় নিয়ে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন যে কত গভীরে প্রোথিত ছিল এবং কত সুদূরপ্রসারিত চিন্তাসমৃদ্ধ তা লক্ষ্য করা যায় ১৯৭২ সালের ৩০ জুন বাংলাদেশ জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন আয়োজিত সমবায় সম্মেলনে প্রদত্ত তার বক্তব্যের মধ্যে। উক্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন- 'আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে উন্নত জীবনের অধিকারী হবে- এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। কেননা সমবায়ের পথ-সমাজতন্ত্রের পথ, গণতন্ত্রের পথ।'

১৯৭২ সালে জাতীয় সংসদে দাড়িয়ে বঙ্গবন্ধু গভীর আবেগে বলেছিলেন " আমি বাঙ্গালী জাতিকে ভিক্ষুকের জাতি হিসাবে দেখতে চাই না। আমি চাই তারা আত্ম-মর্যাদাশীল উন্নত জাতি হিসাবে পৃথিবীর বুকে মাথা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে। এ জন্যে দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়ে সোনার বাংলা গড়তে হবে।" জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবন দর্শন ছিল এ দেশের গণমানুষের সুখ সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এক গভীর মানবিক সংগ্রামী দর্শন (deeprooted humane philoshphy towards people's wellbeing)। বঙ্গবন্ধুর এ দর্শনের ভিত্তিমূল হলো একটি ঐতিহ-াসিক বিশ্বাস যে কেবলমাত্র জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে (only people can make hository) অথাৎ বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংকৃতিক, রাজনৈতিক মুক্তি-মধ্যস্ততাকারী উন্নয়ন দর্শন যা বিনির্মাণে নিয়ামক ভূমিকায় থাকবে জনগণ। যার ধারাবাহিকতায় একটি মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জন্ম হলো "গণপ্রজাতন্ত্রী" বাংলাদেশ যেখানে সাংবিধানিকভাবেই "প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিক জনগণ" [বাংলাদেশ সংবিধান, অনুচ্ছেদ ৭ (১)]। সাধারণ জনগণকে কেন্দ্রে রেখেই তাই বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন পরিচালিত হয়েছে। জাতির পিতার এ স্বপ্ন দর্শনই আমাদের সমবায় আন্দোলনকে সফল করতে প্রেরণা জোগাতে পারে।

যে কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য তাই সাহসী ও দক্ষ নেতৃত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে এটি আরও বেশি প্রয়োজনীয়। সমবায় সমিতির উন্নয়ন মানে সমষ্টির উন্নয়নে ব্যক্তির উন্নয়ন এবং ব্যক্তির উন্নয়নে সমষ্টির উন্নয়ন। সমিতির সদস্যবৃন্দ যদি সমিতির প্রতি দায়বদ্ধ না হন, সমিতির সার্বিক কর্মকান্ডে যদি সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেন, তবে সমিতির গতিশীলতা থাকে না এবং সমিতির গতিশীলতা না থাকলে সমিতির উন্নয়ন হয় না। আর সমিতির গতিশীলতা আসে বলিষ্ঠ নেতত্বের ইতিবাচক ও অগ্রবর্তী কার্যক্রমের ফলে। সমিতির সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচনে তাই সদস্যদের হতে হবে অত্যন্ত সজাগ। এক্ষেত্রে আমরা সদস্যদের নির্বাচনমূখি কার্যক্রমকে সাজাতে পারি এভাবে- (ক) সঠিক লোক যাতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে বার্ষিক সাধারণ সভায়; (খ) নির্বাচনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার

Scanned with CamScanner

অন্ধ আবেগ ও সংকীর্ণ স্বার্থপরতার দ্বারা যাতে সমিতির সদস্যবৃন্দ পরিচালিত না হন, সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে। (গ) নির্বাচনে সঠিক ও যোগ্য লোকদেরকেই নির্বাচিত করতে হবে। (ঘ) যদি কখনও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য/সদস্যবৃন্দ দুর্নীতি ও অসদাচরণ করে সমিতি কোন ক্ষতি করেন, তবে তাদেরকে বিধিগতভাবেই শাস্তি দিতে হবে। (ঙ) নির্বাচিত সদস্যবৃন্দ যদি সমিতি উন্নয়ন সাধন করেন, তবে তাদেরকে কর্মপরিবেশের মূল্যায়ন করে উৎসাহিত করতে হবে। (চ) সমিতির নির্বাচন যাতে যথাসময়ে সঠিকভাবে হতে পারে, সে বিষয়েও সকল সদস্যকে সজাগ থাকতে হবে। মনে রাখতে হবে সমবায় সমিতি মানে সকল সাধারণ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্লাফরম। আর এই আর্থ-সামাজিক প্লাটফরম মজবুত ও স্থায়ী হবে যদি এর পরিচালনায় যুক্ত সদস্যবৃন্দ সঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ হন, সঠিকভাবে নির্বাচিত হন, সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং সঠিকভাবে পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করে সদস্যদের আশা আকাঙ্খাকে পূর্ণ করেন। তাই বলা হয়ে থাকে সদস্যবৃন্দ যদি সঠিক নেতৃত্ব নির্বাচন করেন, তবে নেতৃত্বও সঠিকভাবে কাজ করে। এটি একটি উন্নয়ন চক্র যারা ক্রমধারা হচ্ছে- ' সচেতন সদস্য-সঠিক নির্বাচন-সঠিক নেতৃত্ব-সঠিক কার্যক্রম-সঠিক মূল্যায়ন-সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ-সমিতির প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন-সদস্যদের সন্তুষ্টি-সচেতনার স্ফুরণ-সঠিক নির্বাচন-সঠিক নেতৃত্ব.... সর্বশেষ প্রাপ্তি একটি সফল ও প্রাতিষ্ঠানিক সমবায় সমিতি।'

ক্লাসিক সমবায় সংগঠকদের ভাবনা থেকেই আমরা পাই সমবায়ের আছে- (১) জনবল; (২) অর্থবল ও (৩) মনোবল। মূলতঃ সমবায় সাধারণ খেটে খাওয়া সংগ্রামী মানুষের আত্মবিশ্বাসের জায়গা। শ্রমজীবী উৎপাদনশীল মানুষদের মনে 'আমি পারি-আমরাও পারি' সমবায় এই সত্যকে জাগিয়ে তোলে। অর্থনীতির ভাষায় আমরা জানি মূলধন মূলতঃ পাঁচ প্রকার । (1) Economic Capital;(2) Human Capital;(3) Social Capital;(4) Natural Capital এবং (5) Physical Capital. সমবায় আন্দোলন এই পাঁচ প্রকার মূলধনকেই সফলভাবে সুন্দর ও সুষম ব্যবহার করতে পারে। সুতরাং আমরা বলতে পারি সমবায় হচ্ছে সংগ্রামী মানুষের সম্মিলিত ও সংঘবদ্ধ উন্নয়ন অভিযাত্রা। এককথায় সমবায় হচ্ছে 'মানুষের দুঃখ কমানোর যন্ত্র এবং আনন্দ বাড়ানোর মন্ত্র।' এই দুঃখ কমানো ও আনন্দ বাড়ানোর যন্ত্রের কার্যকারিতার জন্যই প্রাতিষ্ঠানীকি-করণ একটি অপরিহার্য উপাদান। প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ আদর্শ সমবায় সমিতি গঠনের অন্যতম ধাপ। মূলতঃ সমস্যামুক্ত সমবায় সমিতিই হতে পারে আদর্শ সমবায় সমিতি। আর আদর্শ সমবায় সমিতি হতে হলে প্রাতিষ্ঠানীকিকরণের কোন বিকল্প নেই। কারণ প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ সমবায় সমিতিসমূহকে একটি নির্দিষ্ট অবয়ব ও নিয়ম-কানুনের মধ্যে নিয়ে আসে নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে। আদর্শ সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সমবায় সমিতির প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ ত্বরান্বিত হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। অথবা বলা যেতে পারে প্রাতিষ্ঠানীকিকরণ চর্চাই আদর্শ সমবায় প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিতে পারে।

Scanned with CamScanner

১৯৭৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন,"... সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে হলে দেশবাসীকে কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। কিন্তু একটি কথা ভুলে গেলে চলবে না-চরিত্রের পরিবর্তন না হলে এই অভাগা দেশের ভাগ্য ফেরানো যাবে কি না সন্দেহ। স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও আত্মপ্রবঞ্চনার উর্ধ্বে থেকে আমাদের সকলকে আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি করতে হবে।"

সমবায় অধিদপ্তর বর্তমানে এই 'আত্মসমালোচনা, আত্মসংযম ও আত্মশুদ্ধি'র মোহনায় দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আছে সরকারের উন্নয়ন মহাসড়কে সমবায় সম্ভাবনা বাস্তবায়নের সোনালী হাতছানি। সমবায় সফলতাকে নিয়ে আমাদের তাই সমবায়কে নিয়ে নতুনভাবে ভাবতে হবে।

বাংলাদেশেরর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অভিযাত্রার প্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি 'সফল সমবায় সমিতি' গঠন ছাড়া সমবায় অধিদপ্তরের গতিশীলতা ও ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিনির্মাণ করা অসম্ভব। বর্তমান 'সফল ও টেকসই সমবায় সমিতির নিয়ামকসমূহ' শীর্ষক গবেষণার সারসংক্ষেপ হিসেবে আমরা নিম্নোক্ত পর্যবেক্ষণসমূহকে সমবায় সফলতার জন্য বলে অভিহিত করতে পারি-

(১) সমবায় বিভাগকে সমবায়বান্ধব ও উন্নয়নবান্ধব হয়ে সমবায় সফলতার পথ অনুসন্ধান করতে হবে।
(২) সমবায় বিভাগ ও সমবায়ীদের মাঝে বিদ্যমান গ্যাপ দূর করতে প্রোঅ্যাকটিভ কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।
(৩) নতুন নতুন ক্ষেত্রে সমবায়কে বিস্তৃত করতে হবে।
(৪) সমবায় বিভাগকে নিয়ন্ত্রক নয়, বরং সমবায় সহায়কের ভূমিকা পালন করতে হবে।
(৫) সমবায়কে প্রকৃত সমবায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করতে হবে।
(৬) সমবায়কে শুধুমাত্র ক্ষুদ্রঋণের গণ্ডিতে না রেখে বহুমুখি উৎপাদন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করতে হবে।
(৭) সমবায়ের সকল সেক্টরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে সমবায় সফতার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করতে হবে।

Scanned with CamScanner

বাংলাদেশ সমবায় একাডেমি
কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

ISBN 978 984 34 6953 3

Scanned with CamScanner